অবিচল ভাবনার

৬
কান ঘেঁসে বুলেটের সাঁই সাঁই শোন।
কখনো ভেবেছো, ওরই মাঝে একজন
ওৎ পেতে আছে
ছোঁ মেরে কেড়ে নিতে আমাদের সাধের সংসার।

৯
দু-হাত উপরে তুলে
দ্যাখো রাস্তা আকাশে চড়েছে
চোখের পাতারা নীচু হলে
আস্ত ছাত তলে নেমে আসে।

১০
আমাদের কল্পিত চলায় প্রচ্ছায়ার উপচ্ছায়া,
অকল্পিত অতল নরকে
যত ধ্বনি ছুঁড়ে চলি, সেই শব্দের ফাঁকে ফাঁকে
টাকরার আবক্র খিলানের অবতলে
প্রতিধ্বনি তোলে—
অশান্ত সেই মাঠে স্বহস্তে তোমাকে
পলকা হলেও যদি
একখানা চালা বেঁধে দিই।

২১
দ্বীপ সেটাই যেখানে সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায়
পাদপীঠ গাঢ় নিশ্চিতি
যতই আঁকাবাঁকা ততই সরলতম রেখা
যা তোমাকে প্রশ্নহীন রাস্তা করে দেবে
বৈধ প্রস্তাবনা এখানে গজায়
সত্য বাড়ে শাখা-প্রশাখায়
যাদের জটিলজট এড়িয়ে
বৃত্তই আবহমান।

২৫
প্রমাণের ওজনের পায়ে ঝোঁপঝাড় মাথা নত করে
চোখ ধাঁধানো বোধিবৃক্ষ সরল দাঁড়িয়ে
সব গাছ ছাড়িয়ে
বসন্ত নাগাদ ফুল, পাতা, শাখার বিস্তার বলে দেয়
বন যত ঘন, পরাদৃপ্তি ততই বিশাল
যা কিছু তাই সন্দেহের অতীত সমতলে।

২৬
এমনই আশ্চর্য সত্য
এখানে মানুষ বসে না
যদিও দুই-একটা আবছা পদচিহ্ন দেখে থাকো
তাও ব্যতিক্রমহীন
ছড়ানো ছিটানো সমুদ্রবেলারা সমুদ্রে হারায়
সুতরাং দ্বীপ থেকে পলায়ন এবং ঝাঁপ
সমুদ্র গভীরে, কোনদিন ফিরতে না চেয়ে
অন্য কোন অতলান্ত চমকের মাঝে।

স্বীকারোক্তি

কখনো সখনো আমি জগতের চারপাশ দেখেও দেখি না, তার জন্য
সময়ের কাছে ক্ষমা চাই।
উন্মুক্ত ক্ষতরা ক্ষমা করো,
যদি আমি তোমাদের নখে খুঁটে থাকি, যারা
অন্তরাত্মা থেকে কেঁদে ওঠে, আমার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায়।

ঘুম-নাভাঙার জন্য, বাইরে যারা অপেক্ষায় আছো
তাদের সবার হয়ে নিদ্রার কাছে ক্ষমা চাই,
প্রতিশ্রুতির বন্যা, ক্ষমা করো, যখন তখন আমি
আপন মনেই হেসে ফেলি।

মরুভূমি ক্ষমা করো, একমুঠো জল নিয়ে
তোমার তৃষ্ণায় ছুটিনি, এবং চিল,
বছর নিরন্তর বন্দি কেন একই খাঁচায়
এ ভূমার একই লক্ষ্যে নজর জড়ানো - জন্মান্তর
এমনকি, শো-পিশের মরা চিল, তারও
চোখের মণি একইভাবে আঁকি,
ক্ষমা করো।

দরজার ফ্রেমের জন্য যে সাল কাটা হল,
তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিই,
ছোট্ট উত্তরের লোভে বড় বড় প্রশ্নদের কাছে।
সত্য, দয়া করে আমাকে গ্রাহ্যে এনো না,
ওগো অস্তিত্ব - রহস্য তুমি ক্ষমা কোরো, যদি
উত্তরণের কোন সেতুসূত্র রোঁয়া
উপড়ে ফেলে থাকি।

আত্মা, এ ত্রুটি মার্জনা করে দিও, কারণ
কদাচ আমি তোমার সান্নিধ্য চেয়েছি—
প্রত্যেকের কাছে ক্ষমা চাই, একই সময়ে আমি
জনে-জনে পৌঁছাতে পারি না,
কিংবা প্রতিটি নর ও নারী হতে—অর্ধনারীশ্বর নেই
আমার এ প্রাকৃত শরীরে।

জানি যতদিন প্রাণ আছে, ন্যায় নিয়ে চলতে পারর না,
কারণ, নিজেকেই সেই পথে বাধা বলে মানি।

প্রতিকূলতার কাছে শেষ ভিক্ষা, কখনোই ক্ষমা করবে না—
যদি আমি গুরুভার শব্দ ধার করে সেগুলো সুপাচ্য করার লোভে
প্রাণপণে বাঁজা অজাচার শেষে হিজিবিজি দস্তখতে
দ্বিধা করে থাকি, অর্থাৎ, জন্মসূত্রে
পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে একখানি কানও না পাই,
সংবেদনশীলতা যদি হয়
নির্বিশেষ কাছে আলিঙ্গন বিশেষের খোঁজে
ক্ষমা নেই নিরক্ষরের ঢলামির।